সমকাল

তারিখ ০৪ OCT 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

ভর্তির সময় নিয়ে শিক্ষার্থী-অভিভাবক মহলে ক্ষোভ

■ **পুলক চ্যাটার্জি**, *বরিশাল ব্যুরো*

২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ওই তারিখের মধ্যে অনলাইনে আবেদন করা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত কলেজে ভর্তি হতে হবে। বিলম্ব ফি দিয়ে নির্ধারিত তারিখের পর ভর্তির সুযোগ রাখা হয়নি। এ নিয়ে সারাদেশে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে।

অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মতে, দেশের কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়নি। এ অবস্থায় মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এখন কলেজে ভর্তি না হলে তাদের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া অনিশ্চয়তার ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

ভর্তির সময় নিয়ে

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মুখে পড়বে। আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কোনো শিক্ষার্থী যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য মনোনীত হন, সে ক্ষেত্রে ওই শিক্ষার্থীকে ৭-৮ হাজার টাকা গচ্চা দিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বাতিল করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে।

বরিশাল নগরের কাউনিয়ার বাসিন্দা অনীক মজুমদার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রসায়ন বিষয়ে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত হয়েছেন। অনীক মজুমদার জাহাঙ্গীরনগর ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেবেন। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০ অক্টোবরের মধ্যে ভর্তির নির্দেশনা দেওয়ায় অনীক মজুমদারের পরিবার ভর্তি নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বরিশাল আঞ্চলিক শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ মহসিন উল ইসলাম হাবুল বলেন, 'স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তে দেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী-অভিভাবক আর্থিক ক্ষতি ও ভোগান্তির শিকার হবেন।' তিনি মনে করেন, স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি কার্যক্রমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় নেই। এ কারণে নানাভাবে খেসারত দিতে হবে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

১০ অক্টোবরের মধ্যে সারাদেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার নির্দেশনার তথ্য নিশ্চিত করে সরকারি বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ওয়ালিউল ইসলাম বলেন, 'কোনো শিক্ষার্থী কলেজে ভর্তি হলেও পরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। সে ক্ষেত্রে ওই শিক্ষার্থীকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হাজার টাকা ফি দিয়ে ভর্তি বাতিল করে সংশ্লিষ্ট কলেজে জমা দেওয়া মূল সনদপত্র তুলতে হবে। এতে কিছুটা ভোগান্তি ও আর্থিক ক্ষতি হবেই। আবার ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে চলে গেলে দেশের বিভিন্ন কলেজে বহু আসন শূন্য পড়ে থাকবে।'

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) উপাচার্য ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদের সভাপতি প্রফেসর ড. হারুনর রশীদ সমকালকে বলেন, 'শিক্ষার্থীরা হয়রানির শিকার হোক, আমরা তা চাই না। সে জন্য ৩৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়ে সমন্বয় সভা করে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা ও ভর্তি কার্যক্রমের দিন-তারিখ নির্ধারণ করেছি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩-৪ লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এ জন্য হয়তো তারা আগেভাগেই ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে কিছু শিক্ষার্থীর আর্থিক ক্ষতি ও ভোগান্তি হবে।'

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. হারুন অর রশিদ সমকালকে বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হওয়ার পর অন্য কোথাও ভর্তি হওয়া যাবে না, এমন কোনো বিধিনিষেধ নেই। সেশনজট এড়াতেই আগেভাগে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'